68

তারিখ [redacted]
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

২ 1 JUN 1991

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী : ১১

পড়ুয়াদের হার হতাশাব্যঞ্জক

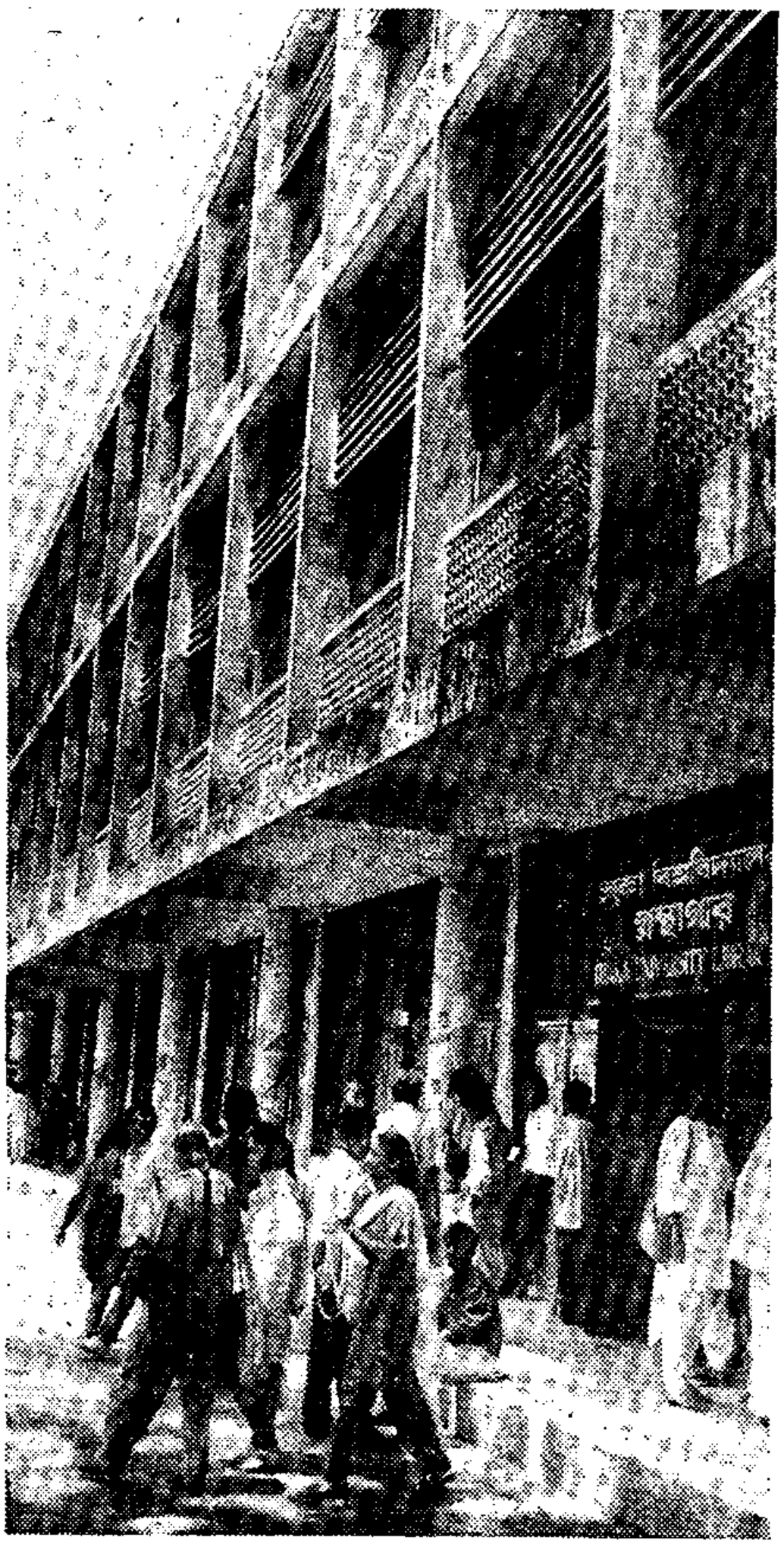

॥ রেজানুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঠিক মধ্যখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী দাঁড়িয়ে আছে। ১৯২১ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বছরে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর কার্যক্রম শুরু হয়। মাত্র কয়েক হাজার বই নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও এখন এই লাইব্রেরীতে মোট বইয়ের সংখ্যা পাচ লক্ষাধিক।

সকাল সাড়ে ৮টায় লাইব্রেরীর দৈনন্দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। চলে রাত ৮টা পর্যন্ত। লাইব্রেরীর মূল ভবনে ঢোকার মুখেই রয়েছে পত্রিকা পড়ার জায়গা। পাশে রয়েছে 'রেফারেন্স' সেকশন। দোতলা, তিনতলায় বিরাট হলঘরে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার টেবিল। ঢুকলেই একধরনের পবিত্রতা সারা মনকে আচ্ছন্ন করে। ১৯৮৫ সালে শিক্ষকদের বসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'রেয়ার বুক সেকশন' এ শিক্ষকদের এই কক্ষটি বেশ উন্নতমানের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করার নিয়ম আর দশটা উন্নতমানের লাইব্রেরীর মত। ছাত্র-ছাত্রী কার্ড দেখিয়ে বই তুলে লাইব্রেরীর নির্দিষ্ট কক্ষেই পড়াশোনা করে। শিক্ষকদের বেলায়ও একই রকম নিয়ম। তবে শিক্ষকদের বই ধার দেয়া হয় ১ মাসের জন্য। ছাত্র-ছাত্রীরা বই ধার পায় ১৫ দিনের জন্য। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বই জমা না দিলে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক উভয়কেই জরিমানা দিতে হয়।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এই লাইব্রেরীতে ছাত্র-শিক্ষকদের পড়াশোনার হার খুব একটা সন্তোষজনক নয়। লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের মতে, ২৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে গড়ে মাত্র ১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রতিদিন পড়াশোনা করতে আসে। বই সংগ্রহ বা ধার নেয় আরও কম ছাত্র-ছাত্রী। একই ভাবে ১ হাজার শিক্ষকের মধ্যে দিনে গড়ে মাত্র ১৮০ জন শিক্ষক পড়াশোনা করতে আসেন। বই সংগ্রহ করেন আরও কম সংখ্যক শিক্ষক।

লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ হতাশা প্রকাশ করে বললেন, ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যে-হারে চাপ বাড়ছে, সেহারে লাইব্রেরীতে পড়াশোনার চাপ বাড়ছে না। একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করলেন, এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে যার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হবার আগে পর্যন্ত লাইব্রেরী কার্ডটা হয়নি।

মূলত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই ইদানীং লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করতে আসছেন। কর্তৃপক্ষের ধারণা ফটোস্ট্যাট সুবিধা হওয়ায় লাইব্রেরীতে পড়ার হার কমে গেছে। একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করেন, লাইব্রেরীতে ছাত্র-ছাত্রীরা মূলত আসে কোন বিষয়ে নোট করতে। যে ছাত্র বা ছাত্রীটি নোট করলো সে তার বন্ধুকে নোটটি ধার দেয়। বন্ধু ফটোস্ট্যাট করে নেয়। এই বন্ধুর কাছ থেকে আর এক বন্ধু এভাবে চলতে থাকে ফটোস্ট্যাট কপি। ১৯৮৭ সালে মাস্টার্স পাস করেছেন একজন ছাত্র (বর্তমানে ব্যাংকের পদস্থ কর্মকর্তা) এ প্রসঙ্গে একটি মজার তথ্য শোনালেন। কয়েকদিন পূর্বে তিনি তার হলে গিয়েছিলেন ব্যক্তিগত কাজে। ছোট ভাইয়ের বন্ধুর সাথে দেখা। সে রুমে নিয়ে বসাল। এই ছাত্রটির রুমে কাগজ ঘাটতে গিয়ে সাবেক ছাত্রটি অবাক হলেন। তার মনে পড়লো ১৯৮৫ সালে লাইব্রেরীতে বসে তিনি যে নোট করেছিলেন ফটোস্ট্যাটের সুবাদে আজও তা হাতে হাতে ঘুরছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী — ইত্তেফাক

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে লক্ষাধিক বইয়ের সংখ্যা কাগজপত্রে থাকলেও খোয়া বা চুরি গেছে কত তার হিসাব কর্তৃপক্ষের নিকট নেই। অভিযোগ করেছে কতিপয় ছাত্র বই ধার দেওয়ার পর আর জমা দিতে চান না। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় বসতে না দেওয়া অথবা পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখার বিধান রয়েছে। কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন, বই ধার নিয়ে অনেকেই জমা দেয় না তবে তাদের সংখ্যা কত, কর্তৃপক্ষের নিকট এতদসংক্রান্ত কোন তথ্য নেই। লাইব্রেরীতে কয়েকবার বই চুরির ঘটনাও ঘটেছে। কি পরিমাণ চুরি হয়েছে সে হিসাব নেই। এব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, 'পূর্ণ ষ্টক-টেকিং ছাড়া কি পরিমাণ বই খোয়া গেছে বলা মুশকিল। লাইব্রেরীর কার্যক্রম অন্তত ২ মাস বন্ধ থাকলে ষ্টক-টেকিং করা যায়। কিন্তু সবসময় পরীক্ষা লেগে থাকার কারণে লাইব্রেরী বন্ধ রেখে ষ্টক-টেকিং করা অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

১৯২১ সালে স্বল্পসংখ্যক কর্মচারী নিয়ে লাইব্রেরীর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এর কর্মচারী সংখ্যা ২২৪। শুরুতে মি: এফ সি টার্ণার লাইব্রেরীর প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ ৭০ বছরে মোট ১৬ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেছেন। বিজ্ঞান গ্রন্থাগার, হলগুলির লাইব্রেরী ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের হৃদয় স্বরূপ এই লাইব্রেরী আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। একাধিকবার বই চুরি যাওয়ার পরও সতর্কতামূলক কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া প্রতিবছর কি পরিমাণ বই কেনা হল তা খতিয়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করেন না অনেকে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর আধুনিকীকরণ করার দাবী অনেকদিনের। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেই। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরীমুখী করার ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ নেই। 'ভাবটা এমন দোকান খুলে বসে আছি, ক্রেতা এল কি না তা ভাবার প্রয়োজন নেই।'

বর্তমান ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান কে; এম, এম শামছুল হক বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর আধুনিকীকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এশিয়া ফাউণ্ডেশন এব্যাপারে সহযোগিতার প্রাথমিক আশ্বাস দিয়েছে। আশা করা যায় অচিরে লাইব্রেরীর আধুনিকীকরণ করা সম্ভব হবে। শামছুল হক বলেন, প্রতিবছরই আমরা বইয়ের ষ্টক বাড়াচ্ছি। ইদানীং কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীর বইয়ের পাতা কেটে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দেওয়ায় আমরা মারাত্মক এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি।